বাল্যবিবাহ বাতিল বাল্যবিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন, ২০০৬, দ্বারা

কোন এক শনিবারের দিন, মায়া নামে এক বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি কিশোরদের মনে আইনি সচেতনতা জাগাতে পঙচায়েত অফিসে এক শিবিরের আয়োজন করে।

UNFPA enfold JUSTICE adda

বাণীঃ আমি কি আদালতকে অনুরোধ করতে পারি বিয়ে বাতিলের জন্য, আমার পরিবারের সবার আপত্তি সত্ত্বেও?

মায়াঃ অবশ্যই। বাণী, তোমার বাবা, মা অথবা পরিবারের কারুর সম্মতির প্রয়োজন নেই। কোর্টে যাওয়ার সময় তোমার বয়স যদি ১৮র কম থাকে তবে তোমার প্রয়োজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিবাবক, আত্মীয় সমান বন্ধু, সমাজসেবী, অথবা এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যে তোমার দায়িত্ব নিতে পারে। এছাড়াও তুমি জেলা শিশু কল্যাণ কমিটি (ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।

বৃন্দাঃ বাণী যদি ওর বিয়ে বাতিল করতে চায় তাহলে কি পুলিস এতে জড়াবে?

মায়াঃ বাল্য বিবাহ বাতিল হয় সিভিল কোর্টএ। এতে পুলিসের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু বাল্যবিবাহ ঘটানো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিয়ে করা এবং ১৮ বয়সের নীচে কোন মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পুলিসের নজরে এলে পুলিস এ ব্যাপারে আইনী ব্যাবস্থা নিতে পারে। বাণী উকিলের পরামর্শ অবশ্যই নেবে ওর ব্যাপারে কি ঘটতে পারে তা জানার জন্য।

অজীতঃ ম্যাডাম, বিয়ে বাতিল আর বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে তফাৎ কি?

মায়াঃ দারুণ প্রশ্ন! বিয়ে বাতিল বিবাহ বিচ্ছেদের থেকে অনেক সহজ পদ্ধতি। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যাক্তিকে বিচ্ছেদের আইনী কারন দেখাতে হয়। যদি বিয়েটা ধর্ম মতে হয়ে থাকে তবে ধর্ম সম্মত কারন জানাতে হয়। যেমন হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে
দম্পতীর একজন যদি হিংস্র হয়, আগেই বিবাহ করে থাকে, অথবা ৭ বছরের ওপর নিরুদ্দিষ্ট থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছদের অনুরোধ আদালতে জানানো যেতে পারে। আদালতে অভিযোগের জন্য প্রমাণ দাখিল করতে হয়। বিয়ে বাতিলের জন্য কেবল মাত্র তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলে যখন তোমার বিয়ে হয়েছিল, আর যখন বিয়ে বাতিল করতে চাও তখন তুমি নির্দিষ্ট বয়স সীমার নীচে আছো।

বিয়ে বাতিলের আবেদন আদালতে জমা দেওয়ার জন্য সাহায্য কার কার কাছে চাওয়া যেতে পারেঃ

1. বাল্যবিবাহ নিষেধাজ্ঞা অফিসার হল একজন সরকারী অফিসার যার দায়িত্ব রয়েছে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা এবং বাচ্চার বিয়ে বাতিলের জন্য আদালতে যেতে সাহায্য করা।
2. চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি হল এমন একটি জেলা কর্তৃপক্ষ যেটি বাল্যবিবাহের আসন্ন ঝুঁকিতে থাকা বাচ্চা অথবা যে বাচ্চা পারিবারিক হিংশ্রতা বা অবহেলার শিকার হয়, তার যত্ন, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের আদেশ দিতে পারে।
3. ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি যা জেলা আদালতের মধ্যে বা নিকটে অবস্থিত এবং এ ব্যাপারে বিনা মূল্যে আইনী পরামর্শ ও উকিলের সাহায্য দিয়ে থাকে।

আইনত বিবাহ বাতিলের জন্য কি কি নথি ও প্রমাণের প্রয়োজনঃ

1. বিবাহ হয়েছিল এটা প্রমাণের জন্য চাইঃ
   ক) বিয়ের আমন্ত্রণ পত্র, সম্ভব হলে তারিখ সমেত;
   খ) বিয়েতে তোলা ছবি;
   গ) বিয়ের সাক্ষী যারা বিয়েতে উপস্থিত ছিল বা যারা বিয়ের ব্যবস্থা করেছে ও আদালতে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

2. আবেদনকারী বিবাহের দিন নির্দিষ্ট বয়স সীমার নীচে ছিল প্রমাণের জন্য চাইঃ
   ক) স্কুলের সার্টিফিকেট অথবা দশম শ্রেণীর পরীক্ষার মূল্যায়ন পত্র বা মার্কস কার্ড;
   খ) বার্থ সার্টিফিকেট বা জন্ম পত্র;
   অথবা
   গ) মেডিকেল টেস্ট বা ডাক্তারী পরীক্ষা;
   ঘ) অথবা যে কোন সরকারী নথি যা আদালতে গ্রহণযোগ্য।

আদালতের কি করনীয়?

1. বিবাহ বাতিল ঘোষণা যাতে বিবাহ নিশ্চিহ্ন হয়;

2. বিয়েতে যা যা উপহার মিলেছে তা দু পক্ষকেই ফেরত দিতে বলা;

3. স্বামী বা তার পিতা-মাতাকে মেয়েটির ভরণ পোষণের ভার নেওয়ার আদেশ যতোদিন না মেয়েটির আবার বিবাহ হচ্ছে;

4. যদি বাল্য বিবাহের পরিনতিতে বাচ্চা জন্মায়, আদালতের দায়িত্ব স্থির করা দুজনের কে সেই শিশুটির দায়িত্ব নেবে আর কে তার ভরণ পোষণের জন্য অর্থ যোগাবেঃ পিতা-মাতা, প্রপিতামহ- প্রপিতামহী অথবা অভিভাবক। এই অর্থের প্রয়োজন শিশুটির খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য, যতোদিন না সে ১৮ বছরের হয়।

5. নাবালিকা মেয়েটির আশ্রয় নির্দিষ্ট করে আদেশ দেওয়া যতোদিন না তার পুনর্বিবাহ হয়।

দাবীত্যাগ):
এখানে যা বলা হলো তা সাধারন তথ্য। আরো বিশদ জানতে হলে QR Code scan করে জানা যেতে পারে। তোমাদের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য আইনী পরামর্শর প্রয়োজন হলে কোন পারদর্শী আইনজ্ঞ বা উকিলের সাহায্য নিতে পারো।